তাং 30 JUN 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর

মানিকগঞ্জে একাদশে ভর্তিতে কোটি টাকার বাণিজ্য

মতিউর রহমান, *মানিকগঞ্জ থেকে*

মানিকগঞ্জ জেলায় একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হতে আসা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নানা অজুহাতে সরকার নির্ধারিত ফি'র চেয়ে তিনগুণ টাকা আদায় করছে সরকারি ও বেসরকারি কলেজ। উপজেলা সদরের কলেজগুলোতে সরকারিভাবে নেয়ার নিয়ম এক হাজার সেখানে খোদ সরকারি কলেজেই নেয়া হচ্ছে তিন হাজারের ওপরে। এছাড়া বেসরকারি কলেজগুলোর অবস্থা আরও নাজুক। জেলার সাতটি উপজেলার চারটি সরকারি কলেজসহ ২৩টি কলেজে ভর্তি হতে আসা বিভিন্ন শিক্ষার্থী ও কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে এর সত্যতা পাওয়া গেছে। গত এক সপ্তাহের অনুসন্ধানের জানা গেছে, কলেজগুলোতে শিক্ষার্থীর ভর্তির বিপরীতে প্রায় কয়েক কোটি টাকার ভর্তি বাণিজ্য হয়েছে। এব্যাপারে জেলা প্রশাসক রাশিদা ফেরদৌসের সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, বিষয়টি তিনি প্রথম জানলেন। যদি এমনটি হয় তাহলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান। মানিকগঞ্জের শিবালয় সদর উদ্দিন ডিগ্রি কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শিক্ষা বোর্ডের নির্ধারিত ফি'র বাইরে অতিরিক্ত আড়াই হাজার টাকা করে আদায় করার অভিযোগ উঠেছে। ভর্তি বাণিজ্যের এই বিষয়টিকে রীতিমতো ডাকাতি বলে মনে করছেন অন্যান্য কলেজের অধ্যক্ষরাও। তাদের মতে এই কলেজ কর্তৃপক্ষ সরকারি আইনের তোয়াক্কা অতীতের মতো এবারও করেনি। কলেজের অধ্যক্ষ ড. বাসুদেব দে শিকদার দাম্ভিকতার সঙ্গে জানান, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেয়ার প্রয়োজন সাড়ে চার হাজার টাকা এলাকার ছাত্র/ছাত্রীরা গরিব বিধায় এক হাজার টাকা কম করে নিয়ে সাড়ে তিন হাজার টাকা নেয়া হয়েছে। তিনি সাফ জানিয়ে দেন এই ভর্তি বাণিজ্য নিয়ে কোনো কিছু লেখার প্রয়োজন হলে লিখতে পারেন। তাতে তার কিছু যায় আসে না। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, শুধু চলতি একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া এক হাজার ২৬০ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে সরকারি নিয়মের বাইরে অতিরিক্ত ৩১ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়েছে। এব্যাপারে শিবালয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা একেএম গালিভ খান জানালেন, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি'র বাইরে কোনো টাকা নিয়ে থাকলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবেন এবং বাড়তি টাকা শিক্ষার্থীদের ফেরত দেয়া হবে বলে জানান। এতো গেল একটি বেসরকারি কলেজের চিত্র এবার দেখা যাক সরকারি কলেজে ভর্তির নামে কি পরিমাণ টাকা অনৈতিকভাবে নানা অজুহাত দেখিয়ে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে সরকারি কলেজে সবচেয়ে বেশি টাকা নেয়া হচ্ছে ঘিওর সরকারি ডিগ্রি কলেজে। সেখানে সরকারি নিয়মের অতিরিক্ত নেয়া হচ্ছে ২ হাজার ৩০০ টাকা। কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসার মো. সাজাহানের দাবি সরকারি নিয়ম মেনেই তিনি টাকা নিচ্ছেন। সরকারি কলেজে যদি এমন নৈরাজ্য চলে তাহলে বেসরকারি কলেজের লাগাম কে টেনে ধরবে। এই ধরনের মন্তব্য নাম প্রকাশ না শর্তে জানালেন জেলা সদরের একটি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ। এক হিসেবে দেখা গেছে এ পর্যন্ত ওই কলেজে সাড়ে পাঁচশ' শিক্ষার্থীর ভর্তি সম্পন্ন হয়েছে। তাতে ১৩ লাখ টাকার বেশি অতিরিক্ত টাকা আদায় হয়েছে। কোটা পূরণ হলে টাকার পরিমাণ ২০ লাখ ছাড়িয়ে যাবে। এদিকে মানিকগঞ্জের অন্যতম সরকারি কলেজ সাটুরিয়ার সরকারি ভিকু মেমোরিয়াল কলেজ। সেখানে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হতে আসা শিক্ষার্থীর কাছ থেকে জনপ্রতি ১৯৩৫ টাকা করে বেশি নেয়া হচ্ছে। যা জবরদস্তি করার মতো। সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এই কলেজে আজব একটি খাত তৈরি করা হয়েছে 'খাতটির নাম মডেম চার্জ ও পরিবেশ উন্নয়ন চার্জ।' এই মনগড়া খাতে চার্জ ধরা হয়েছে শিক্ষার্থী প্রতি ২শ' টাকা করে।

সরকার নির্ধারিত ফি'র চেয়ে তিনগুণ বেশি আদায়